ছিল পুরোপুরি শ্রমনির্ভর (Labour intensive)। কৃষির ওপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও মাঞ্চু শাসনাধীন প্রাক-আধুনিক চীনে কৃষির তেমন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেনি। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনে মোট আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৫৪৯ মিলিয়ন মৌ। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল মাত্র ৭৪১ মিলিয়ন মৌ।

রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব এবং মাথট কর (Poll Tax)। তাছাড়া লবণের উপর কর, চায়ের উপর কর, বাণিজ্যিক লাইসেন্সের উপর কর ইত্যাদি থেকেও রাষ্ট্রের আয় হত। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি থেকে আসা কর। সমগ্র রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। এর থেকেই রাজপ্রাসাদের খরচ, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় এবং সেনাবাহিনীর খরচ চালানো হত। ফলে অনেক সময়ই কৃষকদের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হত। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকেরা ইয়ামেন (Yamen) বা স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রের কর্মচারীদের অসততা ও মিথ্যাচারের শিকার হতেন। তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে মূল্যের ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে অশিক্ষিত কৃষকদের প্রতারণা করা অত্যন্ত সহজ ছিল। অষ্টাদশ শতকের অন্তিমলগ্ন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে নগদ টাকায় কর দেওয়া যেত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন চীনে নগদ টাকার ওপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কর ভারে জর্জরিত থাকার ফলে এবং সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চীনে কৃষকদের অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করতে হত। তার ওপর খরা, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্বিপাক প্রায়ই চাষের ক্ষতি করত। ফলে কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত, কারণ রাজকর্মচারীরা সময়মতো রাজস্ব আদায় করতে ছাড়তেন না। পিকিং-এর রাজদরবারে কৃষকদের অসন্তোষের খবর পৌঁছলে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করত। কিন্তু খবর সব সময় পৌঁছাত না। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কৃষকদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলেছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ।

১.৪ সামাজিক স্তরবিন্যাস

চীনা সমাজে পেশাগত বিভাজনের ভিত্তিতে চারটি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা পণ্ডিত ভদ্রলোক (Scholar official বা Scholar gentry)। এদের বলা হত শি। (২) কৃষক (নং), (৩) কারিগর (গং), এবং

(৪) বণিক (শ্যাং)। এই চার ধরনের লোক ছাড়া আরও নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত ও নানা ধরনের মানুষ চীনে বসবাস করতেন। যেমন—অভিনেতা, গণিকা, ভৃত্য, সৈন্য, ভবঘুরে প্রভৃতি।

১.৪.১ পণ্ডিত রাজকর্মচারী ও পণ্ডিত ভদ্রশ্রেণী বা জেন্ট্রি

প্রাক্-আধুনিক চীনে পণ্ডিত রাজকর্মচারীদের উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বা জেন্ট্রি (Gentry) হিসাবেও আখ্যায়িত করা হত। তবে ষোড়শ শতকীয় ইংল্যান্ডের ইতিহাসের জেন্ট্রি শ্রেণীর সঙ্গে চীনের জেন্ট্রিদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় না। জাঁ শ্যেনো বলেছেন—"জেন্ট্রিরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে চীনের শাসকশ্রেণী ; তাঁরা তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন—ক্ষমতা, জ্ঞান এবং জমি" (They [Gentry] were the ruling class in the full sense of the term ; they possessed power, knowledge and land.)।

জেন্ট্রি শ্রেণীর প্রতিটি সদস্যই যে উপরোক্ত তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন, বা সেগুলি সমান পরিমাণে উপভোগ করতেন—বাস্তবে বিষয়টি কিন্তু সেরকম ছিল না। বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষ কনফুসীয় রীতিতে পরিচালিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতেন। অনেকেই আবার স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে জমির মালিকানা নিতে চাইতেন না। জেন্ট্রি শ্রেণীর একাংশ সরাসরি রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই চীনে জমি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস। সাধারণত কনফুসীয় ডিগ্রিধারীরা এবং সরকারি পদাধিকারীরাই জমির অধিকারী হতেন। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত জমিদার এবং পণ্ডিত দরিদ্র ব্যক্তিও দেখা যেত। তবে জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যদের সামনে সম্পদ উপার্জনের বহু উপায় উন্মুক্ত ছিল। সামাজিক মর্যাদার কারণেই তাঁরা সম্পদশালী শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

প্রাচীন এশীয় ঐতিহ্য অনুসারে চীনের পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা পণ্ডিত ভদ্রশ্রেণী (Scholar officials or scholar gentry) সাধারণত পদাধিকার বলেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতেন। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে চীনের ব্যবস্থার একটি বড়ো তফাত চোখে পড়ে। মধ্যযুগের ইউরোপের অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল না। তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিফলন ছিল মাত্র। চীনের জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্য হবার জন্য তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ছিল—রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা।

জেন্ট্রি শ্রেণী চীনা সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং এই শ্রেণীর সদস্যরা বেশ কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতেন। কনফুসীয় মন্দিরগুলির সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদানের অধিকারী ছিলেন কেবলমাত্র জেন্ট্রিরা। জেন্ট্রির সদস্যরা পোশাক ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব বজায় রাখতেন, যাতে সাধারণ মানুষের (commoners) সঙ্গে তাঁদের অনায়াসেই আলাদা করা যায়। তাঁরা নীল বর্ডার দেওয়া কালো রঙের এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতেন এবং তাঁদের ঘোড়ার জিন ও লাগাম পশম, কিংখাব ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সজ্জিত থাকত। একজন সাধারণ মানুষ, যত ধনীই তিনি হোন না কেন, উপরোক্ত জিনিসগুলি ব্যবহার করতে পারতেন না। জেন্ট্রি শ্রেণীর যে সমস্ত সদস্য সরকারি পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ রাজপদে আসীন হতেন তাঁরা তাঁদের জামায় এক বিশেষ ধরনের সোনার বোতাম ব্যবহার করতেন।

কোনো সাধারণ মানুষ কখনোই কোনো জেন্ট্রিকে অপমান করতে পারতেন না। এমনকি রাজকর্মচারীরাও জেন্ট্রিদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী ছিলেন না। কোনো সাধারণ মানুষ জেন্ট্রির কোনো সদস্যকে অপমান করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। তাছাড়া সাধারণ মানুষ জেন্ট্রি শ্রেণীর কোনো সদস্যকে মামলা মোকদ্দমায় সাক্ষী হিসাবে জড়াতে পারতেন না। জেন্ট্রিরা নিজেরাও চীনের আদালতে বেশ কিছু আইনি সুযোগ সুবিধা পেতেন। কোনো জেন্ট্রি স্বয়ং মামলায় জড়িয়ে পড়লে তিনি নিজে আদালতে যেতেন না ; তাঁর কোনো ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিতেন। যে-কোনো বড়ো অপরাধের জন্যই জেন্ট্রির সদস্যরা অত্যন্ত হালকা শাস্তি পেতেন। কঠিন শাস্তির হাত থেকে তাঁদের অব্যাহতি (Immunity) দেওয়া হয়েছিল।

জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যদের কোনোরকম কায়িক শ্রমের কাজ করতে হত না। বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের কারণে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা পড়াশোনা ও অন্যান্য বৌদ্ধিক কাজকর্মের সাথেই কেবল যুক্ত থাকবেন। তাছাড়া জেন্ট্রিরা সাধারণ মানুষ বা commoner-দের চেয়ে অনেক কম কর দিতেন। জেন্ট্রিরা এক বিশেষ ধরনের বড়ো বাড়িতে বসবাস করতেন, যেগুলিকে বলা হত Gentry Household বা শেন-হু। সাধারণ মানুষেরা যে সমস্ত ছোটো বাড়িতে বসবাস করতেন সেগুলি Commoner household বা মিন-হু নামে পরিচিত ছিল। বড়ো বাড়িতে বসবাস করা সত্ত্বেও কোনো জেন্ট্রিকে গৃহ কর দিতে হত সাধারণের চেয়ে অনেক কম। একজন জেন্ট্রির জমিতে অনেক চাষি কাজ করতেন। কিন্তু রাষ্ট্রকে দেয় করের সিংহভাগ আসত চাষিদের কাছ থেকে,

ভূস্বামী জেন্ট্রির কাছ থেকে নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কোনো বছর খারাপ ফসল হলে ভূস্বামী জেন্ট্রি সরকারের কাছে কর মকুবের আবেদন জানাতেন। অজুহাত থাকত সাধারণ কৃষকের অসুবিধা। কিন্তু ভূস্বামী জেন্ট্রির এই আবেদন গ্রাহ্য হবার পর দেখা যেত যে, করভার লাঘবের পুরো ফয়দা তুলে নিয়েছেন জেন্ট্রিরা। সাধারণ কৃষকের কোনো লাভ হয়নি। কারণ জেন্ট্রিরা কৃষকের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা হিসাব মতোই আদায় করে নিতেন।

আমলা ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব জেন্ট্রিদের ওপর ন্যস্ত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটরা বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের জন্য জেন্ট্রিদের ওপর নির্ভর করতেন। তাছাড়া যে-কোনো স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা জেন্ট্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জেন্ট্রির সদস্যরা এলাকায় নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বাঁধ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্থানীয় বিশ্বকোষ রচনায় সাহায্য করা, বিদ্যালয় তৈরি করে সেখানে শিক্ষাদান করা, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সাহায্য করা—এই কাজগুলিকে জেন্ট্রিরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। দরিদ্রদের জন্য চাল বণ্টন কেন্দ্র খোলার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ এবং উপরোক্ত জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। স্থানীয় আমলা বা ম্যান্ডারিনদের শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে জেন্ট্রির সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত।

স্থানীয় ক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জেন্ট্রিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের বাইরে সালিশির মাধ্যমে স্থানীয় ঝামেলা মেটানোর উদ্যোগ নিতেন তাঁরা। চীনাদের কাছে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি ছিল মানসম্মানের পরিপন্থী একটি ব্যাপার। তাই সাধারণ মানুষও জেন্ট্রি শ্রেণী কর্তৃক সালিশির বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন।

জেন্ট্রির সদস্যরা নিজেদের চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিভাবক বলে মনে করতেন। চীনের মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যরা নিজেদের নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে জেন্ট্রিরা বেশ কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে মাসে দুবার কাং-শির রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য সংক্রান্ত ১৬টি বাণী সম্বলিত পবিত্র নির্দেশ (Sacred Edict of Sixteen Politico-Moral Maxims) ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এখানে উল্লেখ

করা জরুরি যে চীন সম্রাট কাং-শি তাঁর রাজত্বের একাদশ বছরে অর্থাৎ ১৬৭২ সালে এই পবিত্র নির্দেশ জারি করেছিলেন। রাষ্ট্রের তরফে মনে করা হত যে সৎ, দয়ালু ও ধার্মিক ব্যক্তিরা সুশৃঙ্খল নৈতিকতা বজায় রাখার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। তাই নীতি শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হত। জেন্ট্রিরা স্থানীয় গেজেটিয়ার প্রকাশ করে সেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতেন।

সমাজে যখন বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিত, সাম্রাজ্যিক সামরিক বাহিনী অনেক সময়ই এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হত। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা বেসরকারি ফৌজ (Private militia) গঠন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরাও এই বেসরকারি বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। এলাকার দুর্গ ও নগরপ্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য তাঁরা তহবিল তৈরি করতেন এবং আরও নানাভাবে এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাঁরা সুদৃঢ় করতেন।

জমির মালিকানার সঙ্গে মানমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তির বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই জেন্ট্রি শ্রেণী তাঁদের উদ্বৃত্ত পুঁজি সাধারণত জমিতেই বিনিয়োগ করতেন। তবে এই উদ্বৃত্ত পুঁজির উৎস ছিল বাণিজ্য। ফেয়ারব্যাঙ্ক মনে করেন জেন্ট্রি শ্রেণীকে একটি ভূস্বামী শ্রেণী হিসাবে দেখা কিঞ্চিৎ অতিসরলীকৃত একটি সিদ্ধান্ত। কারণ জেন্ট্রিরা একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে কেবলমাত্র ভূসম্পত্তির ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরি ছিল। সুতরাং ক্ষমতাবান হওয়ার অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত ছিল শিক্ষা। ফেয়ারব্যাঙ্ক মন্তব্য করেছেন—"একটি শ্রেণী হিসাবে জেন্ট্রিরা জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করতেন বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে, আর পরোক্ষভাবে সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে" (the gentry as a class gained national political influence directly from intellectual accomplishments and only indirectly from wealth and property.)।

চীনে একটি সংবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পণ্ডিত রাজকর্মচারী বা জেন্ট্রিদের সঙ্গে একটি শ্রেণী হিসাবে ভূস্বামীদের কী ধরনের সাদৃশ্য বা সম্পর্ক ছিল—তা নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন জাঁ শ্যেনো (Jean Chesneaux)। তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেখানে একটি সামন্ততান্ত্রিক

ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেশের বৃহৎ সংখ্যক কৃষককে কতিপয় ভূস্বামীর ওপর অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি-বহির্ভূত দিক দিয়ে নির্ভরশীল থাকতে হত এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হত। আর্থিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার এই অভিনব সমন্বয়কে জোসেফ নিডহ্যাম (Joshph Needham) "আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র" (Bureucratic Feudalism) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিতর্কিত বিষয়ে সালিশি করা থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা ইত্যাদি নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন জেন্ট্রিরা। আঞ্চলিক স্তরে তাদের কার্যাবলী অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা। একদিকে তাঁরা প্রশাসকদের স্থানীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তাঁরা স্থানীয় প্রশাসক বা রাজকর্মচারীদের কাছে তুলে ধরতেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা নিয়ে রাজকর্মচারীদের কাছে ঘেঁষতে পারতেন না। কিন্তু জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যরা যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেটদের সমান সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করতেন, তাই তাঁরা অনায়াসেই বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা ম্যাজিস্ট্রেটদের সামনে তুলে ধরতে পারতেন। প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ—এই দুই জগতেই তাঁদের বিচরণ ছিল অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। স্থানীয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটরা আইনি ক্ষমতা উপভোগ করতেন, আর আইন-বহির্ভূত বিরাট ক্ষমতা ছিল জেন্ট্রিদের হাতে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও জেন্ট্রিদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটত না, কারণ সাধারণত একই বিশেষ রাজনৈতিক স্তর ছিল তাদের উভয়েরই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠত। তখন কোনোরকম শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জেন্ট্রিরা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতেন। কারণ স্থানীয় স্তরে প্রশাসকদের চাপে রাখার ক্ষমতা একমাত্র জেন্ট্রির সদস্যদেরই ছিল। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অভ্যুত্থান সংগঠিত করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। সুতরাং একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে চীনা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন জেন্ট্রিরা। তাই ইম্যানুয়েল সু-কে অনুসরণ করে বলা যায়—যুক্তিসঙ্গতভাবেই চীনকে কখনো কখনো একটি 'জেন্ট্রি রাষ্ট্র' হিসাবে আখ্যায়িত করা হত (It is not without good reason that China was sometimes described as 'gentry state'.)।

১.৪.২ কৃষক

কনফুসীয় অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী কৃষির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই চীনের সমাজে কৃষকেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীনের কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কুয়াং টং অঞ্চলে এবং নিম্ন ইয়াং চি উপত্যকায় প্রচুর ভাড়াটে চাষি দেখা যেত। তাঁরা অন্যের জমি চাষ করতেন এবং বিনিময়ে তাঁদের অধিক পরিমাণে কর দিতে হত। অর্থ এবং উৎপন্ন ফসল—এই দুই-এর মাধ্যমেই জমিদারের পাওনা মেটাতে হত। জমিদারের প্রতি তাঁরা নানা ধরনের প্রথাভিত্তিক কর্তব্য করতে বাধ্য থাকতেন। তাছাড়া, মাঝেমধ্যেই তাঁদের বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হত। অর্থাৎ বেগার প্রথার প্রচলন ছিল। যে সমস্ত কৃষকেরা নিজের জমিতে চাষ করতেন, তাঁদের অবস্থাও আদৌ ভালো ছিল না। কারণ, তাঁদেরও বড়ো জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হত। এক্ষেত্রে জমিদারেরা মহাজনের ভূমিকা পালন করতেন। চাষের সরঞ্জাম কেনার জন্য তাঁদের প্রায়ই জমিদারের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হত। জমিদারেরা সাধারণত জেন্ট্রির সদস্য হতেন এবং তাঁরা সর্বদাই স্থানীয় ম্যান্ডারিনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। কর আদায়ের সময় ম্যান্ডারিন, পুলিশ এবং আদালতের সাহায্যে ভূস্বামীরা কৃষকদের ওপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার চালাতেন।

চীনের গ্রামীণ সমাজে আরও নানা ধরনের দরিদ্র লোক দেখা যেত। এদের মধ্যে দিনমজুর, মাঝি, ফেরিওয়ালা, কুলি প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই চীনের গোপন সমিতিগুলির (Secret Society) সংগঠিত করার বিষয়ে এবং গণবিদ্রোহগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

১.৪.৩ কারিগর

শহরবাসী কারিগরেরা ছিলেন সমাজের তৃতীয় স্তরভুক্ত। তাঁরা তাঁত বোনা, স্বর্ণকারের কাজ, বাঁশের হস্তশিল্প, জুতো তৈরি প্রভৃতি নানা ধরনের কাজে লিপ্ত থাকতেন। কারিগরেরা অধিকাংশই গিল্ডের সদস্য হতেন। গিল্ডগুলি পারস্পরিক বীমাসংস্থা হিসাবে কাজ করত। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো বাণিজ্যিক সমস্যা দেখা দিলে, তা সমাধানের জন্য গিল্ডগুলি বেসরকারিভাবে মধ্যস্থতা করত। অবশ্য যাবতীয় হস্তশিল্পের কাজই কেবল শহরাঞ্চলে গিল্ডের তত্ত্বাবধানে হত না। বছরের যে সময় গ্রামাঞ্চলে চাষের কাজ বন্ধ থাকত, সে-সময়ে, গ্রামের কারিগরেরা

খামারগুলিতে নানা ধরনের হস্তশিল্পে নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

১.৪.৪ বণিক

কনফুসীয় রীতি অনুযায়ী সমাজের চতুর্থ স্তরে ছিলেন বণিকেরা। কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এবং বাণিজ্যকে নিরুৎসাহ করার তাগিদে কনফুসীয় রীতি অনুযায়ী বণিকদের সমাজের নিম্নতম স্তরে রাখা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে অনেক বণিকই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এ সমস্ত ধনী বণিকেরা জেন্ট্রির সদস্যদের অনুকরণ করতে চাইতেন। এদের অনেকেই পয়সা দিয়ে কনফুসীয় উপাধি (Confucian Degree) কিনে নিতেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হবার সাথে সাথে বণিকেরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন।

১.৫ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ও গোত্র

চীন দেশের পরিবার প্রতিষ্ঠানের সাথে ভারতীয় হিন্দু যৌথ পরিবারের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কনফুসীয় রীতির অনুশাসনে বলা হয়েছে—নৈতিক শিক্ষা, আচার-আচরণ, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র পরিবার। পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা, পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুজদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য এবং কনিষ্ঠের প্রতি অগ্রজের কর্তব্যনিষ্ঠা, এই ছিল কনফুসিয়াসের বিধান। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বংশরক্ষা। বংশরক্ষার তাগিদে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। সাধারণত, একদল পেশাদার ঘটকের মাধ্যমে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি হত। অনেক ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর শৈশবেই তাদের অভিভাবকেরা বাগ্‌দান করতেন। পুরুষদের একাধিক বিবাহ করা আইনসম্মত ছিল না। কিন্তু তাঁরা একাধিক উপপত্নী রাখতে পারতেন। কিন্তু স্ত্রীদের পরপুরুষের সাথে কোনোরকম সম্পর্ক স্থাপন কখনোই ক্ষমার চোখে দেখা হত না। চীনা পরিবার প্রথায় উপপত্নীদের জন্যও একটি স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকান কথাশিল্পী পার্ল বাক তাঁর "দি গুড আর্থ" উপন্যাসে চীনা পরিবারের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে আমরা গৃহিণীকে স্বামীর উপপত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার ও আদর-যত্ন করতে দেখি।

চীনা সমাজে "মুই-সাই" (Mui-Tsai) প্রথা নামে একটি গর্হিত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত বা বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ পিতা-মাতার কমবয়সী কন্যাদের ধনী ব্যক্তিরা ক্রয় করে নিত। এই মেয়েরা ধনীগৃহে আজীবন দাসী বা রক্ষিতা হয়ে থাকত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কুয়োমিনটাং শাসনকালেও মুই-সাইদের কেনাবেচা পুরোমাত্রায় চলত।

চীনে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, একজন বিশেষ পূর্বপুরুষের বংশধর হিসাবে কতকগুলি পরিবারের সৃষ্টি হত। এই বিশেষ পরিবারগুলিকে নিয়ে এক-একটি গোত্র বা গোষ্ঠী (জু) তৈরি হত। বিয়ের পর মেয়েদের গোত্রান্তর ঘটত। গোত্র বা গোষ্ঠীগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন "জ্যেষ্ঠ"রা। সাধারণত ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই "জ্যেষ্ঠ"র দায়িত্ব পালন করতেন। গিল্ডের মতোই গোষ্ঠীগুলিও অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ঝামেলা আদালতের বাইরেই মিটিয়ে ফেলত। অনেক সময় আবার গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক সহায়ক সংস্থার কাজও করত। ধনী সদস্যরা গোষ্ঠীর দরিদ্র সদস্যদের আর্থিক সাহায্য দিতেন। চীনের গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত শ্রেণীশত্রুতা অনেক সময়েই গোষ্ঠীগত সংহতির আড়ালে চাপা পড়ে যেত।

১.৬ কনফুসীয়পন্থা

চীনা ঐতিহ্যে তথা চীনা সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে কনফুসীয়পন্থার প্রভাব অপরিসীম। কনফুসীয়পন্থার প্রবক্তা ছিলেন কনফুসিয়াস। ফেয়ারব্যাঙ্ক লিখেছেন—কনফুসিয়াস ছিলেন চীনের প্রথম পেশাদার শিক্ষক ও দার্শনিক এবং আজও তিনি পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও দার্শনিক হিসাবে স্বীকৃত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চীনা সমাজের ধারকের ভূমিকা পালন করেছিল কনফুসিয়াসের মতাদর্শ। একথা অনস্বীকার্য যে, চীনের দাস সমাজে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল কনফুসিয়াসের দর্শন। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও সত্যি যে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অন্য কোনো মতাদর্শ এত দীর্ঘকাল ধরে এত বড়ো একটা দেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজজীবনকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। ফেয়ারব্যাঙ্ক মনে করেন—মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিশ শতকের চীনা কমিউনিস্টরাও কনফুসীয়পন্থার দ্বারা প্রভাবিত চীনে ভাবগত অতীতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

চৌ রাজত্বে ৫৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াসের জন্ম। তাঁর জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১ থেকে ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্ব। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের কিছু আগে তাঁর